সংবাদ

তারিখ ... 21 APR 2003.
পৃষ্ঠা ... ১২ কলাম ... ৩ ......

ব্রিটিশ কাউন্সিল বন্ধ ॥ শত শত ছাত্রছাত্রী অনিশ্চয়তার মধ্যে

❑ ইরাক যুদ্ধের কারণে নিরাপত্তা জোরদার

বশীর আহমাদ ॥ ইরাকে যুদ্ধের কারণে ২০শে মার্চ থেকে ব্রিটিশ কাউন্সিল বন্ধ। শত শত ছাত্রছাত্রী ভোগান্তির শিকার। কবে খোলা হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

ইরাকে যুদ্ধ শুরুর আগে থেকেই ব্রিটিশ কাউন্সিলের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। কর্তৃপক্ষের নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারসহ মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশ। ইরাকে যুদ্ধ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে ২০শে মার্চ এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ব্রিটিশ কাউন্সিলের ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটের তিনটি শাখার সকল কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ইউ.কে ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের নির্দেশে ব্রিটিশ কাউন্সিলের কর্মী ও কাস্টমারদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে এর ইংরেজি শিক্ষা কোর্সসহ সকল প্রকার কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই সিদ্ধান্ত সাময়িক। গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে জানতে ব্রিটিশ কাউন্সিলের কাস্টমারদের যোগাযোগের জন্য তিনটি টেলিফোন নম্বর দেয়া হয়েছে। নম্বরগুলো হলো ঃ ০১৭১৮৫০০৬৭, ০১৭১৬৮৮৫৩২ এবং ০১৭১৫৬৮৪৪৩।

এদিকে ১২ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ব্রিটিশ কাউন্সিল খোলার ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছু জানা যাচ্ছে না। শত শত ছাত্রছাত্রী

ব্রিটিশ ঃ পৃঃ ২ কঃ ৩

ব্রিটিশ ঃ কাউন্সিল

(১২ পৃষ্ঠার পর)

বিশেষ করে ইংরেজি মাধ্যমের ছাত্রছাত্রীরা পড়েছে অনিশ্চয়তার মধ্যে। প্রতিবছর কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী ব্রিটিশ কাউন্সিলের মাধ্যমে 'এ' এবং 'ও' লেভেল পরীক্ষা দিয়ে থাকে। তাদের লেখাপড়াও পরিচালিত হয় অনেকটা ব্রিটিশ কাউন্সিলকে কেন্দ্র করে। সোমবার অনেক 'ও' লেভেল ফল প্রত্যাশী ছাত্রছাত্রীকে ব্রিটিশ কাউন্সিলে এসে ফিরে যেতে দেখা যায়। সোমবারের মধ্যেই 'ও' লেভেল পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল। ব্রিটিশ কাউন্সিল কর্তৃপক্ষ বলছেন, পরীক্ষার ফলাফল হাতে পাওয়ার পর ছাত্রছাত্রীদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়া হবে।

এদিকে, ব্রিটিশ কাউন্সিল টিচিং সেন্টারে কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী ও চাকরিজীবী বিভিন্ন ইংরেজি কোর্সে অধ্যয়নরত। অনেকে রেজিস্ট্রেশন করেছেন আইইএলটিএস পরীক্ষার জন্য। সবাই এখন সমস্যার মধ্যে। অনিশ্চয়তার মধ্যে সময় কাটছে তাদের। ইংরেজি প্রি-ইন্টারমিডিয়েট কোর্সে অধ্যয়নরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র আনোয়ার হোসেন বলছিলেন। আমার কোর্স প্রায় শেষ পর্যায়ে। মাত্র ৩টি ক্লাস বাকি। এখন যে অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছি তাতে এই কোর্স শেষ করে আবার কবে নাগাদ নতুন কোর্স শুরু করতে পারব তা জানি না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শত শত ছাত্রছাত্রী ব্রিটিশ কাউন্সিলের লাইব্রেরি ও সাইবার ক্যাফে ব্যবহার করে থাকে। তুলে থাকে প্রচুর সংখ্যক বই। তারাও আজ বঞ্চিত হচ্ছে লাইব্রেরি ব্যবহার থেকে। নিরাপত্তার কারণে ব্রিটিশ কাউন্সিলের কার্যক্রম বন্ধ করায় অনেকে এর তীব্র সমালোচনা করছেন। তারা বলছেন কি এমন হুমকি দেখা দিয়েছে যে ব্রিটিশ কাউন্সিলের মতো প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিতে হবে, যার কার্যক্রম শিক্ষাকেন্দ্রিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এমবিএ'র (মার্কেটিং) ছাত্র মো. মোশাররফ হোসেন এ প্রসঙ্গে বলেন, ব্রিটিশ কাউন্সিল বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্তটি মোটেই সঠিক নয়। এখানে কেউ হামলা করবে আমি তা বিশ্বাস করি না। ছাত্রছাত্রীদের প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে। এছাড়া এই সিদ্ধান্তের ফলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে। এদিকে ব্রিটিশ কাউন্সিলর বলছেন, ব্রিটিশ কাউন্সিল খোলার ব্যাপারে আমরা কিছুই বলতে পারছি না। হেড অফিস থেকে নির্দেশ পেলেই পুনরায় কার্যক্রম শুরু হবে।